রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৫, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

পরিবহন আইন ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ আষাঢ় ১৪১৯/২৪ জুন ২০১২

নং ৩৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০২.১১-২২১—সরকার ১১ জুন ২০১২/২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ তারিখে মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুমোদন করেছে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা ০১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চন্দন কুমার দে
উপ-সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২

উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। দেশের প্রধান সড়কসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক বিভাগের ওপর ন্যস্ত। গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে অতিরিক্ত ওজনের যানবাহন চলাচলের ফলে সড়ক ও সেতুসমূহ ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং সড়কে চলাচলকারী সবাইকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচলের কারণে যানবাহনসমূহও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া, এ কারণে দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকার সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য এক্সেল লোডের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং-আরআরডি/বিআরটিএ/ওভারলোড-৩৮/৯৬(পি ওয়ান)-৬৫৩, তারিখ: ১৬ নভেম্বর, ২০০৩ জারী করেছে, যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৫ মে, ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে, যা পরিশিষ্ট-ক তে দেয়া আছে।

সড়কে চলাচলকারী যানসমূহ যাতে এক্সেল লোডের সীমা অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক বিভাগের অধীনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং করবে। এ সকল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার এ নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. নীতিমালা

১.১. এ নীতিমালা মোটরযান এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ নামে অভিহিত হবে;

১.২. সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর হবে; এবং

১.৩. সড়ক বিভাগের অধীনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এ নীতিমালার আওতাধীন থাকবে।

২. উদ্দেশ্য

২.১. সড়কে চলাচলকারী মোটরযানসমূহের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করা;

২.২. সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখা;

২.৩. সড়ক এবং যানবাহনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা; এবং

২.৪. নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. **কর্তৃপক্ষ**

৩.১.'কর্তৃপক্ষ' বলতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগকে বুঝাবে; এবং

৩.২.সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে।

৪. **সমন্বয় কমিটি**

সড়ক ব্যবহারকারী বিভিন্ন অংশীদারগণের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি থাকবে, যা নিম্নরূপঃ

৪.১. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকবেন;

৪.২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/রোড সেফটি সার্কেল) কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন;

৪.৩. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সদস্য হবেন;

৪.৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.৫. সেতু বিভাগের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.৬. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.৭. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.৮. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.৯. মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.১০. হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.১১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.১২. খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.১৩. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সদস্য হবেন;

৪.১৪. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত পরিবহন মালিক পক্ষের একজন প্রতিনিধি সদস্য হবেন; এবং

৪.১৫. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত পরিবহন শ্রমিক পক্ষের একজন প্রতিনিধি সদস্য হবেন।

৫. **সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি**

৫.১. কমিটি প্রত্যেক ক্যালেন্ডার বছরের প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে এ কমিটি যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

৫.২. বিশেষ প্রয়োজনে কমিটি যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে পারবে;

৫.৩. প্রয়োজনে সড়ক বিভাগের সম্মতি নিয়ে কোন ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে এ কমিটি সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

৫.৪. বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কোন মতবিরোধ হলে তা নিরসনের জন্য কমিটি তাৎক্ষণিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৫.৫. এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন অভিযোগ অথবা পরামর্শ পাওয়া গেলে কমিটি তা বিবেচনা করবে;

৫.৬. কমিটি এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন প্রকারের পরামর্শ/প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে; এবং

৫.৭. উপযুক্ত আদালত কর্তৃক আরোপিত কোন শাস্তির বিষয় এ কমিটির কার্যপরিধি বহির্ভূত হবে।

৬. **এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন**

৬.১. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের সম্মতি নিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সড়ক নেটওয়ার্কের কৌশলগত স্থানে স্থাপন করবে;

৬.২. এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের প্রযুক্তি বাস্তব প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারবে;

৬.৩. প্রযুক্তির ভিন্নতা থাকলেও সকল কেন্দ্রের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

৬.৪. প্রযুক্তির কারণে কোন কেন্দ্রে নীতিমালা প্রয়োগে সমস্যার সৃষ্টি হলে সমন্বয় কমিটি তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৬.৫. ওজন পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন স্থল সংলগ্ন আলাদা রুমে কম্পিউটার স্থাপন করে তথ্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রশাসনিক সহায়তা

কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ এবং হাইওয়ে পুলিশ কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। প্রয়োজনে অন্য যে কোন বিশেষ বাহিনীর সহায়তা নেয়া যাবে।

৮. কেপিআই (KPI) ঘোষণা

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে KPI হিসেবে ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. এক্সেল লোড পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ

৯.১. সকল প্রকার মালবাহী মোটরযান লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরিমাপের আওতায় আসবে;

৯.২. এক্সেল লোড পরিমাপের ক্ষেত্রে লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরিমাপ যন্ত্রের পরিমাপই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অন্য কোন উৎস থেকে কোন সার্টিফিকেট বা ভাউচার বিবেচিত হবে না;

৯.৩. এক কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত ওজনের সার্টিফিকেট অন্য কোন কেন্দ্রের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণীয় হবে না;

৯.৪. লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহে মালবাহী যানসমূহের জন্য লোড নিয়ন্ত্রণ তথ্যাদি সম্বলিত বোর্ড টাঙাতে হবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর করবে;

৯.৫. কোন কারণে বোর্ড না থাকলে বা বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বোঝা বা দেখার সমস্যা হলে তাকে কোনভাবেই কেন্দ্র পরিচালনার জন্য বাধা হিসাবে গণ্য করা যাবে না;

৯.৬. মালবাহী প্রত্যেকটি যানকে নির্ধারিত লেন দিয়ে প্রবেশ করতে হবে;

৯.৭. ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্ধারিত লেনে না গিয়ে যে সকল মোটরযান মূল রাস্তা দিয়ে পার হবার চেষ্টা করবে বা পার হবে, সিসি ক্যামেরা/সিসি টিভি বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তা সনাক্ত করা হবে এবং সনাক্তকৃত যানটিকে চালকসহ নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হস্তান্তর করা হবে;

৯.৮. নির্ধারিত লেনে প্রবেশের পর কেন্দ্রের কর্মীগণ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকটি যানের ওজনের পরিমাপ গ্রহণ করবে;

৯.৯. পরিমাপের প্রমাণপত্র মোটরযানের চালককে প্রদান করতে হবে;

৯.১০. কেন্দ্রের কর্মীগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি পরিমাপের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করবেন;

৯.১১. তথ্য সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কর্মীগণ কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যানের চালক সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে;

৯.১২. চালকগণ তথ্য সরবরাহে অসহযোগিতা করলে কর্মীগণ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাইতে পারবেন;

৯.১৩. ওভারলোডেড মোটরযানসমূহকে ফেরত পাঠানো হবে তবে অতিরিক্ত মালামাল অফলোড করে মালবাহী যানসমূহকে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে এনে পুনরায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে গন্তব্যে যেতে দেয়া যেতে পারে;

৯.১৪. প্রয়োজনে অনুমোদনের অতিরিক্ত মালামাল খালাস (Offload), নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পচনশীল মালামালের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অতিরিক্ত মালামালের মালিক, সংশ্লিষ্ট মোটরযানের চালক, পরিবহন এজেন্ট এবং বন্দোবস্তকারীর উপর বর্তাবে। এতে কেন্দ্র পরিচালনাকারীদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না;

৯.১৫. কোন মোটরযান অনুমোদিত ওজন সীমার অতিরিক্ত ওজন বহন করলে এবং নির্দেশ মোতাবেক ফেরত যেতে বা অতিরিক্ত মালামাল অফলোড করতে না চাইলে বা অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী অতিরিক্ত মালামাল বহনকারী মোটরযানের চালক ও সহযোগিকে মোটরযানসহ সন্নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করবে এবং মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অথবা সময় সময় প্রণীত/প্রতিস্থাপিত অন্য কোন আইন অনুযায়ী এফআইআর এর মাধ্যমে মামলা দায়ের করবে;

৯.১৬. অসাধু উপায়ে যানবাহনের আকার, আয়তন ও এক্সেল লোড পরিবর্তন করে অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহন করা হলে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী অতিরিক্ত মালামাল বহনকারী মোটরযানের চালক ও সহযোগিকে মোটরযানসহ সন্নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করবে ও এফআইআর এর মাধ্যমে মামলা দায়ের করবে। এ ধরনের অপতৎপরতা রোধে যানবাহন নির্মাতা ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে।

৯.১৭. ভ্রাম্যমান আদালত কর্তব্যরত থাকলে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী যথাযথ পদ্ধতিতে ভ্রাম্যমান আদালতে মামলা রুজু করতে পারবে;

৯.১৮. ওজনের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা হবে;

৯.১৯. কোন কারণে ওজন পরিমাপক যন্ত্র অকার্যকর থাকলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কোন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিকল্প ব্যবস্থায় কেন্দ্র চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;